দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 30 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা স্কুল-কলেজের চেয়ে বেশি

জ্ঞান চর্চার উৎকৃষ্ট স্থান

ফারুক হোসাইন : শিক্ষা গ্রহণের সহায়ক প্রতিষ্ঠান কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেকাংশে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে একটি লাইব্রেরী। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা স্কুল-কলেজের চেয়ে বেশি। আর মোতাহার হোসেন চৌধুরী লাইব্রেরীকে জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করেন। শিক্ষাবিদদের মতে, আলোকিত মানুষ গড়ার শপথ নিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাজীবন শেষ হওয়া উভয় ধরনের ব্যক্তির স্বাক্ষর হওয়ার সাধনাকে লাইব্রেরী সার্থক করে তোলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা নিজ বাসা-বাড়িতে শিক্ষকমণ্ডলীর সহায়তায় পাঠ্যপুস্তক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করা যায়। কিন্তু লাইব্রেরী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের জ্ঞানার্জন কিংবা উচ্চতর জ্ঞান ও গবেষণামূলক জ্ঞানার্জনে সুযোগ করে দেয়।

শিক্ষাবিদরা বলেন, লাইব্রেরী মানুষকে পাঠপ্রবণ, রুচিশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত এবং আপন ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী বিকশিত হতে সহায়তা করে। শারীরিক পরিচর্যায় যেমন স্বাস্থ্যবান হতে হয়, তেমনি জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানী হয়ে ওঠে। আর জ্ঞানচর্চার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হল লাইব্রেরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মেজবাহ-উল-ইসলাম বলেন, গণগ্রন্থাগার হলো গণমানুষের বিশ্ববিদ্যালয়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এখানে একজন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে শিক্ষা জীবন শেষ করা মানুষ। এর ব্যবহারকারীরা সকল শ্রেণীর মানুষ হতে পারে। এখানে অল্প শিক্ষিত মানুষ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র,শিক্ষক কিংবা গবেষক হতে পারে। স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে। তিনি বলেন, গণমত সৃষ্টিতে, জ্ঞান বিতরণে গবেষকদের গবেষণায় সকল তথ্য প্রদানে লাইব্রেরী অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। লাইব্রেরী অদৃশ্যভাবে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা মতে, সমাজে চার ধরনের লাইব্রেরী হয়ে থাকে, একাডেমিক, জাতীয়, বিশেষ ও গণগ্রন্থাগার। এর মধ্যে একাডেমিক লাইব্রেরীগুলো শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকরা ব্যবহার করেন। জাতীয় ও বিশেষ গ্রন্থাগারগুলো থাকে সংরক্ষিত। আর গণগ্রন্থাগার থাকে সবার জন্য উন্মুক্ত। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের এক গবেষণা জরিপের তথ্য মতে, সারা দেশে বেসরকারি গণগ্রন্থাগার আছে সাড়ে ৬'শ। আর সরকারি গণগ্রন্থাগার আছে ৬৪টি। রাজধানী ঢাকা থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গণগ্রন্থাগারগুলো পাঠক সেবা দিয়ে আসছে। অদৃশ্যভাবে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে জ্ঞান বিতরণ করে আসছে। আর সাথে সাথে একটি শিক্ষিত, সচেতন জাতি গঠনে সবার আগে ভূমিকা রাখছে এই লাইব্রেরী।

সুফিয়া কামাল পাবলিক লাইব্রেরী — ইনকিলাব

রাজধানী ঢাকাতেই রয়েছে দেশ সেরা বেশি কিছু লাইব্রেরী। যেসব লাইব্রেরী রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার মানুষসহ সারাদেশের হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন ব্যবহার করে থাকেন। এসব লাইব্রেরীর মধ্যে রয়েছে-

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার : রাজধানীর আগারগাঁওয়ের ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় গ্রন্থাগার। এটি প্রথমে ঢাকার ১০৬ সেন্ট্রাল রোডে এবং পরে ৩৭২ এলিফ্যান্ট রোডে ভাড়া করা বাড়িতে ছিল। ১৯৮৫ সালে বর্তমান ভবনে এটি স্থানান্তরিত হয়। এই গ্রন্থাগারের সকল প্রকার বইয়ের সংগ্রহ সংখ্যা আনুমানিক ৫ লাখ এর বেশি। নিত্যব্যবহারযোগ্য বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ। জাতীয় গ্রন্থাগারে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির বই এবং পাঠ্যবই ছাড়াও পুরাতন দুষ্প্রাপ্য কিছু বই সংগ্রহে রয়েছে।

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার : সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জাতীয় জাদুঘরের (শাহবাগ) পাশে অবস্থিত। এটি পাবলিক লাইব্রেরী নামেই সবার কাছে পরিচিত। এটি ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় ২২ মার্চ ১৯৫৮ সালে। পাবলিক লাইব্রেরীতে বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষাধিক। এতে রয়েছে সাধারণ পাঠ কক্ষ, বিজ্ঞান কক্ষ, রেফারেন্স কক্ষ ও শিশু-কিশোর পাঠ কক্ষ। সাধারণ পাঠ কক্ষে সাহিত্য শিক্ষা সংস্কৃতি মূলক বই ও বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্য পুস্তক রয়েছে। গবেষণার জন্য এখানে রয়েছে রেফারেন্স মূলক বহু বই। আলাদাভাবে শিশু কিশোরদের জন্য রয়েছে শিশু কিশোর পাঠকক্ষ।

মহানগর পাঠাগার (জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) : মহানগর পাঠাগার (জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) গুলিস্থানের বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার। এখানে প্রায় ১২ হাজার বই রয়েছে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র : আলোকিত মানুষ চাই এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। এটি রাজধানীর বাংলামটরে অবস্থিত। এই লাইব্রেরীটি মূলত শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির বই পাঠকদের জন্য পরিবেশন করে থাকে। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের লাইব্রেরীতে রয়েছে প্রায় ৫ লাখ বই।

ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী : এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মূলার রোডে অবস্থিত। এ লাইব্রেরীতে ইংরেজী ভাষায় লেখা বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ১২ হাজার বই রয়েছে। লাইব্রেরীতে রয়েছে ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, ফ্যাশন ডিজাইন, ব্যবসা, চিকিৎসা, অর্থনীতি, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান শিশু সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম ও মিডিয়া নিয়ে প্রচুর মূল্যবান বইয়ের ভান্ডার।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ লাইব্রেরী : এই লাইব্রেরীটি ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার বইয়ের বিশাল ভান্ডার নিয়ে সমৃদ্ধ এ লাইব্রেরী অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। এতে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের উপর উচ্চতর গবেষণামূলক বিভিন্ন দেশি-বিদেশি বই। মূলত: এদেশের হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতিসহ প্রায় সব বিষয়ের উপর রচিত বিশাল বইয়ের ভান্ডার রয়েছে এ লাইব্রেরীতে।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) লাইব্রেরী : এটি সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের বইয়ে সমৃদ্ধ একটি বিশেষ ধরনের লাইব্রেরী। এ লাইব্রেরীটির সূচনা হয় ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে। সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের চাহিদা পূরণে, পাঠ স্পৃহা বৃদ্ধি, উন্নতি ও মননশীলতাকে বাস্তবমুখী করার লক্ষ্যে লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে লাইব্রেরীতে মোট ১৩ হাজারের বই রয়েছে। এছাড়া রাজধানীর বাইরের লাইব্রেরীগুলোও বইয়ে সমৃদ্ধ আর পাঠকদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণে ভূমিকা রেখে আসছে।